আবরারকে নির্যাতনের ভুয়া ভিডিও ভাইরাল

https://www.meherpurpratidin.com/wp-content/uploads/2019/10/received_105
3416538334811-1.mp4

চির নিদ্রায় শায়িত আবরার

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের নির্যাতনে নিহত বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে দাফন করা হয়েছে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙ্গা গ্রামের কবরস্থানে।
মঙ্গলবার বেলা পৌনে ১১টায় নিজ বাসার সামনে আবরারের তৃতীয় জানাজা শেষে স্থানীয় রায়ডাঙ্গা কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

কুষ্টিয়ার আফসার উদ্দিন গার্লস ফাজিল মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল রেজাউল করিম এই জানাজা পড়ান। এতে সহস্রাধিক মানুষ অংশ নেন।

এদিকে মেধাবী শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের মরদেহ নিজ গ্রামে পৌঁছালে তা নিয়ে বিক্ষোভ করে এলাকার হাজার হাজার মানুষ। এ সময় তারা হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেয়। শত শত মানুষ প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে হত্যাকরীদের ফাঁসির দাবি জানায়।

এর আগে মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে নিহত আবরার ফাহাদের বাবা বরকত উল্লাহ, ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজসহ স্বজনরা ঢাকা থেকে অ্যাম্বুলেন্সযোগে আবরার ফাহাদের মরদেহ কুষ্টিয়া শহরের পিটিআই রোডের নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। এ সময় সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। স্বজনদের কান্নায় সেখানকার বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

আবরারকে একনজর দেখার জন্য সেখানে আগে থেকে ভিড় জমান শত শত মানুষ। এ সময় আবরারের মরদেহ দেখে উপস্থিত কেউই চোখের পানি ধরে রাখতে

পারেনি।

সকাল সাড়ে ৬টার দিকে আল-ইকরা জামে মসজিদের সামনে আবরার ফাহাদের দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। শত শত মানুষ এই জানাযায় অংশ নেয়। পরে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মরদেহ নেয়া হয় তার গ্রামের বাড়ি কুমারখালী উপজেলার রায়ডাঙ্গা গ্রামে। সকাল ৯ টার দিকে আবরারের মরদেহ তার নিজ গ্রাম কুমারখালী উপজেলার রায়ডাঙ্গা গ্রামে পৌঁছায়। সেখানে সকাল ১০টায় তার তৃতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জানাজা শেষ হওয়া মাত্রই বিক্ষুদ্ধ এলাকাবাসী রাস্তায় নেমে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ করে। তারা আবরার হত্যাকারীদের গ্রেফতারসহ ফাঁসির দাবি জানায়। পরে বেলা পৌনে ১১টার দিকে রায়ডাঙ্গা গোরস্থানে আবরার ফাহাদকে সমাহিত করা হয়।

উল্লেখ্য, রোববার (৬ অক্টোবর) দিবাগত মধ্যরাতে বুয়েটের সাধারণ ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবরারকে শেরেবাংলা হলের দ্বিতীয় তলা থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত মোটরসাইকেল এখন বাজারে

বিশ্বে প্রথমবারের মতো উড়ন্ত মোটরসাইকেল আনছে আরব আমিরাত ভিত্তিক টেলিকমিউনিকেশন কম্পানি ‘ইতিসালাত’। দুবাইয়ে চলমান ‘জিটেক্স টেকনোলোজি উইক’ এ মোটারসাইকেলটি প্রদর্শন করা হয়েছে।

সোমবার ইতিসালাত টুইটারে তাদের অফিসিয়াল আইডিতে উড়ন্ত মোটরসাইকেলের ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করে এ তথ্য জানিয়েছে।

চার সিলিন্ডার টারবাইন ইঞ্জিনের এ মোটরসাইকেলের নাম দেয়া হয়েছে ‘লাজারেথ এলএম৮৭৪’। এটি মাত্র ৬০ সেকেন্ডেই সড়ক থেকে শূন্যতায়

উঠে যেতে পারে।

মোটরসাইকেলটিতে দুই ধরণের মোড রয়েছে। একটি হচ্ছে, রাইডিং মোড। এই মোডে রেখে সড়কে চালানো যাবে। দ্বিতীয় মোড হচ্ছে, ফ্লাইং মোড। সড়ক থেকে ওড়ার জন্য এই মোড ব্যবহার করতে হবে।

লাজারেথ এলএম৮৭৪ মোটরসাইকেল সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি পঞ্চম প্রজন্মের (৫জি) মোটরসাইকেল। এর চারটি চাকা রয়েছে। এতে ভি৮ ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে, যা ৪৭০ বিএইচপি শক্তি উৎপাদন করতে পারে। মোটরসাইকেলটির ওজন ১৪০ কেজি। ওড়ার সময় এটি ২৪০ কেটি পর্যন্ত বহন করতে পারে।

লাজারেথ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, মোটরসাইকেলটির জন্য জিটেক্স টেকনোলোজি উইকে প্রিঅর্ডার নেয়া হচ্ছে। এর দাম ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা।

সূত্র: গালফ নিউজ

মেহেরপুরে দুটি সরকারি অফিসে দুদকের অভিযান

মেহেরপুর জেলা সরকারি গ্রন্থাগার অনিয়মের অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক নাসিরুল্লাহ হুসাইনের নেতৃত্বে অভিযানের দুদকের অন্যান্য কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন।
অভিযানে গ্রন্থাগারের বেশকিছু ভ‚য়া বিল ভাউচার পাওয়া যায়। অভিযানে নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তা জানান কম্পিউটার ক্রয় সংক্রান্ত একাধিক ভুয়া ভাউচার পাওয়া গেছে। এখানে কোন কিছু ক্রয় না করে বিল ভাউচার দেখানো হয়েছে ।
দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক নাসিরুল্লাহ হুসাইন বলেন, জেলা সরকারি

গ্রন্থাগার ইমদাদুল হকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। পরে মেহেরপুর জেলা অঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযান চালানো হয় এবং সেখানে কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়নি বলে জানান তিনি। নাসিরুল্লাহ হুসাইন এর দেওয়া এক সা¶◌াৎকারে বলেন, ১০৬ এর অভিযোগের ভিক্তিতে মেহেরপুরের দুটি সরকারী অফিসে অভিযান পরিচালনা করি এর মধ্যে জেলা সরকারি গ্রন্থাগারের গত ২ বছরের নথি পর্যালোচনা করে দেখেছি বেশ কিছু অনিয়ম রয়েছে। এর মধ্যে কম্পিউটার ক্রয় বাবদ, বই ক্রয় বাবদ বেশ কিছু ভ‚য়া ভাউচার পাওয়া যায়।
মেহেরপুর জেলা অঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযানের সময় আমরা মেন গেট বন্ধ করে দিয়ে প্রত্যেকের কাছে জিঙ্গাসা করেছি। আমি এখানে কোন দালাল পাইনি।
সেবা গ্রহনকারীদের কাছে জানতে চেয়েছি তারা কোন হয়রানির শিকার হচ্ছে কিনা তারা সবাই পজেটিভলি বলেছে, কেউ কোন অভিযোগ দেইনি।

নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রকাশ্যে ঘুরলেও আসামীরা অধরা

!

ছাত্রলীগ নেতা তুষার ইমরান হত্যা চেষ্টার ৬ দিন পার হলেও আটক হয়নি কেউই। এলাকাবাসীর অভিযোগ আসামীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশের ধরা ছোয়ার বাইরে । একজন ছাত্রলীগ নেতাকে হত্যা চেষ্টার আসামীরা কিভাবে প্রকাশ্যে ঘুরতে পারে এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে জনমনে।

এ বিষয়ে ছাত্রলীগ নেতা তুষারের পিতা মুকুল আলী অভিযোগ করে বলেন, আমার ছেলে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে দির্ঘদিন জড়িত। গত ৩০ সেপ্টেম্বর আশিক ও তার ক্যাডার বাহীনি দিয়ে আমার ছেলে উপর হত্যা চেষ্টা চালায়। এতে সে মারাত্বক জখম হয়ে বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। আওয়ামীলীগ সরকার ক্মষতায় থাকার পরও আমার ছেলে হত্যা চেষ্টার আসামীরা এখনো কেউ আটক হয়নি। এটা আমার কাছে খভুব দুঃখজনক। আজ ৬

শরীরে কালশিরা ফোলা দাগযুক্ত জখম হয়। সাক্ষীরা ঠেকাইতে আসিলে আসামীরা তাদেরকেও এলোপাতাড়ী মারপিট করে। আমি নিথর হইয়া মাটিতে পড়িয়া থাকিলে আসামীরা চলিয়া যায়। আসামীগের তান্ডবের ফলে এবং তাদের হাতে ধরালো অস্ত্র থাকার কারনে এলাকার লোকজন আসামীদের সামনে আসতে সাহস পায় না। আসামিরা চালে গেলে তারা উদ্ধার করিয়া মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। আমি এখনও হাসপাতালে ভর্তি থাকিয়া চিকিৎসাররত আছি।

এ বিষয়ে মামলার দায়িত্ব প্রাপ্ত এসআই মোস্তফা বলেন, আসামী আটকের অভিযান অব্যাহত আছে। আমরা আশা করছি সব আসামীদের দ্রুত আটক করা হবে।

গাংনীতে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলাগ্রামের একটি মাঠে মহিস চরানোর সময় বজ্রপাতের ঘটনায নৈয়ব আলী (৩০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার বিকেলে এই ঘটনা ঘটে। মৃত নৈয়ব আলী ধানখোলা গ্রামের হানিফ আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় উত্তর আকাশে কালো মেঘ দেখা দেয়। এর কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয় ভারী বর্ষণ। সাথে প্রচন্ড বজ্রপাত। আধাঘণ্টাব্যাপী ভারী বর্ষণ ও বজ্রপাত চলেছে। এ সময় মাঠে নিজেদের দুটি মহিষ চরাচ্ছিলেন নৈয়ব আলী। বজ্রাঘাতে মাঠেই তার মৃত্যু হয়। পরে পরিবারের লোকজন খবর েপেয়ে তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে যায়।
এমপি ডেস্ক

যুবলীগ নেতা সম্রাটকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থেকে যুবলীগ নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট কে গ্রেফতার করেছে র্যাব। র্যাবের মুখপাত্র সারোয়ার বিন কাসেম এই খবর নিশ্চিত করেন ।

সুনির্দিষ্ট মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব। তবে মামলার বিস্তারিত বলতে রাজী হননি র্যাবের এই কর্মকর্তা।

তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হবে বলে জানাচ্ছেন কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অবৈধ ক্যাসিনো-সহ নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলা অভিযান চলছে এবং এই পুরো সময়টা ধরেই আলোচনার শীর্ষে ছিলেন এই যুবলীগ নেতা।

একদিনে বাংলাদেশের স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই সম্রাটের অবস্থান এবং কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা ধরণের প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে।

এমপি ডেস্ক

৪ লাখ মানুষের জন্য ৪ জন ডাক্তার!

আকতারুজ্জামান গাংনী:
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও চিকিৎসক না থাকায় কাঙ্খিত চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না গাংনী উপজেলাবাসি। বারবার চিকিৎসক চেয়ে সংশ্লিষ্ঠ দপ্তরে চিঠি পাঠানো হলেও সে দাবী অপূর্ন থেকে গেছে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সুত্রে জানা গেছে, কমপ্লেক্সটি ২০০৮ সালে ৩১ শষ্যা থেকে ৫০ শষ্যায় উন্নিত করা হয়।

২০১৮ সালে শুধু মাত্র রোগীদের খাবার সুবিধা ছাড়া আর কোন সুবিধা মেলেনি ৫০ শয্যা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের। ৩০ জন মেডিকেল অফিসারের বিপরীতে রয়েছে ৬ জন। এদের মধ্যে একজন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রয়েছেন ডেপুটিশনে । আর একজন মেডিকেল অফিসার মাতৃত্বকালীন ছুটিতে।

এ উপজেলার প্রায় ৪ লক্ষাধিক মানুষের মাত্র ৪ জন ডাক্তার চিকিৎসা দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে প্রতিনিয়তই। প্রতিদিনই এ হাসপাতালে আউটডোরে চিকিৎসা নেন- ২৫০ থেকে ৩০০শ জন নতুন, এছাড়াও ৫০ থেকে ৭০ জন পুরাতন রোগী চিকিৎসাধীন আছে। এর বেশির ভাগই নারী ও শিশু । উপজেলায় স্বাস্থ্য সেবাটি কোন মতে (৪/৫ জন স্যাকমো দিয়ে চালিয়ে নেয়া হচ্ছে।

গাংনী উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিকে ও উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে ২ টি পদে স্যাকমোদের নিয়োগ দেয়া আছে। এর মধ্যে গাংনীতে কর্মরত স্যাকমো তানভির ও বিলকিচ আরা। পরে মটমুড়া ইউনিয়নের মহম্মদপুর থেকে নিয়ে আসা হয়েছে স্যাকমো কামনরুন্নাহার,কাথুলী ইউনিয়ন থেকে শামীমা নাসরিন, এবং সাহারবাটি থেকে ওয়াহিদুজ্জামানকে। ফলে সাবসেন্টার গুলো চিকিৎসক শুন্য হয়ে পড়েছে। চিকিৎসা পাচ্ছেনা ইউনিয়নের সাবসেন্টারের আশপাশের সেবা প্রত্যাশীরা। বিভিন্ন এলাকার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে চিকিৎসা নিতে আসতে হচ্ছে গাংনী স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে।

গাংনী উপজেলায় সাব সেন্টার রয়েছে ৩ টি। সেখানে একটি করে এমবিবিএস চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও তা নেই। দির্ঘদিন থেকেই সাব সেন্টারগুলোতে মেডিকেল অফিসার পদ শুন্য। এছাড়াও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে ১০ টি জুনিয়র কনসালটেন্ট পদ শুন্য রয়েছে বছরের পর বছর। জানাগেছে, গাইনী,এনেস্থেসিয়া, সার্জারী(অর্থ), মেডিসিন, শিশু, চক্ষু, অর্থপেডিক্স, কার্ডিওগ্রাফি, নাক কান গলা(ইএনটি), চর্মও যৌন। এসকল ১০ টি পদের একটিতেও নেই চিকিৎসক।

ফলে এ উপজেলার জনসাধারন মানুষ পড়েছে চরম ভোগান্তিতে। অপারেশন থিয়েটারসহ সিজারের সকল ব্যাবস্থা থাকলেও গর্ভবতী মায়েদের ডেলিভারী সিজার করা হয় না। ফলে ডেলিভারী সিজার করতে হচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিকে। একটি গর্ভবতী মা’কে সিজার করতে হলে গুনতে হচ্ছে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা।

শিশুদের চিকিৎসা দিতে হচ্ছে স্যাকমো দিয়ে। ফলে অনেক শিশুই ভুল চিকিৎসার শিকার হচ্ছেন। স্যাকমো দিয়ে শিশুদের চিকিৎসা করাতে

হলেও অপেক্ষা করতে হচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা। সকাল ৮ টা থেকে দুপুর ১২ পর্যন্ত কয়েকশো রোগী দেখেন একজন স্যাকমো। সেখানেও নানা বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে সেবা প্রত্যাশীদের।

কয়েকজন রোগীর স্বজন জানান,জরুরী বিভাবে জরুরী রোগীদের সেবা না দিয়ে সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হয় ফলে অত্যান্ত জরুরী রোগীরা সেবা পায়না । ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্নক জখম হয়ে জরুরী বিভাগে অপেক্ষামান স্কুল ছাত্র ফয়সাল জানায়, আধাঘন্টা ধরে জরুরী বিভাগে বসে আছি।

হাত-পা কেটে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে তবুও চিকিৎসা পাইনি। অবশেষে ক্লিনিকে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। জরুরী বিভাবে কর্মরত স্যাকমো সর্দি-কাশির চিকিৎসা নিয়ে ব্যাস্ত ছিলেন। আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখেননি। আউট ডোরে একজন করে মেডিকেল অফিসার ডিউটিতে থাকার কথা থাকলেও তিনি থাকেন ২য় তলায়।

ডাক্তার ডেকে আনতে হয় মোবাইল করে। খাতা কলমে মেডিকেল অফিসার আউটডোরে ডিউটিতে থাকলেও ডাক্তার খুজে পাইনা রোগীরা। অনেক রোগীকে নিরাশ হয়ে চলে যেতে হয় প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে। এব্যাপারে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্রে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্মা ডাঃ মাহাবুবুর রহমান জানান, এখানে চিকিৎসক সংকট দির্ঘদিনের।

দু’একজন ডাক্তার এখানে আসলেও মেহেরপুরসহ বিভিন্ন যায়গায় নিয়ে চলে যান ডেপুটিশনে। বার বার আমি ডাক্তার চেয়েছি কিন্তু কোনো সাড়া পাচ্ছিনা। তবে চলতি বছরে কয়েকজন ডাক্তার পাবো বলে আশায় বুক বেধে আছি।

ফেনসিডিলসহ রফিকুল ও পুলিশ কনস্টেবল আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থেকে ফেনসিডিল সহ পুলিশ কনস্টেবল খায়রুল ইসলাম (৩৪) কে আটক করেছে বিজিবি। এ সময় তার সহযোগী রফিকুল ইসলাম
(৩৮) কেও আটক করা হয়।

উদ্ধার করা হয় ৫৭ বোতল ভারতীয় নিষিদ্ধ ফেনসিডিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় জীবননগর উপজেলার শিংনগর গ্রাম থেকে তাদেরকে আটক করা হয়। আটককৃত পুলিশ কনস্টেবল খায়রুল ইসলাম মেহেরপুর শহরের ঈদগাহা পাড়ার মৃত আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে। সে বর্তমানে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত আছেন।

আর রফিকুল ইসলাম সিংননগর গ্রামের ওয়াছেদ আলীর ছেলে। রফিকুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় দৈনিক নতুন খবর পত্রিকার সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদের ছোট ভাই। বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৫৮ বিজিবির একটি দল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জীবননগর উপজেলার সিংনগর গ্রামে একটি বাড়িতে অভিযান চালায়।

এ সময় ওই বাড়ি থেকে ৫৭ বোতল ভারতীয় নিষিদ্ধ ফেনসিডিল সহ আটক করা হয় পুলিশ কনস্টেবল খায়রুল ইসলাম ও তার সহযোগী রফিকুল ইসলামকে। স্থানীয় রাজাপুর বিওপির নায়েক সুবেদার হুমায়ন কবির জানান, ফেনসিডিল সহ পুলিশ কনস্টেবলের সাথে আটক হওয়া রফিকুল চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক নতুন খবরের প্রকাশক সাদেকুর রহমান বকুল ও সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদের ছোট ভাই।

পত্রিকা সম্পাদকের ভাই এ দাপটে সে দীর্ঘদিন ধরে মাদকের ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। ঝিনাইদহের খালিশপুর ৫৮ বিজিবির সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খাঁন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আটককৃত পুলিশ কনস্টেবল খায়রুল ও সহযোগী রফিকুলকে মামলা দিয়ে রাতেই জীবননগর থানাতে সোর্পদ করা হয়েছে।

দর্শনা প্রতিনিধিঃ

আবারো মেহেরপুরের বহিস্কৃত কারারক্ষী ঝিনাইদহে মাদক সহ

আটক

৭ মাসের ব্যাবধানে আবারো মাদক দ্রব্য সহ ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন মেহেরপুরে জেলা কারাগারের বহিস্কৃত কারারক্ষী হুসাইন কবির। দিন দিন মাদক ব্যাবসায় জড়িয়ে পড়ছে কারারক্ষীরা। এর আগে মেহেরপুর শহরের বামন পাড়া পন্ডের ঘাট এলাকা থেকে ফেনসিডিল সহ আলভি আহমেদ নামের এক কারারক্ষী সদর থানা পুলিশের হাতে আটক হয়। গত বুধবার ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) এর হাতে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার নিধিকুন্ডু গ্রামের মৃত মেসের আলীর ছেলে হুসাইন কবির (২৫) আটক হয়। এ সময় তার দেহ তল্লাসী চালিয়ে ১৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করে। আটককৃত হুসাইন কবির মেহেরপুর জেলা কারাগারের কারারক্ষী ছিলেন। এখন সাময়িক বরখাস্ত আছেন।

ঝিনাইদহ গোয়েন্দা পুলিশের ওসি আনোয়ার হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল বুধবার সকালে সদর উপজেলার লাউদিয়া গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযান কালে হুসাইন কবিরকে আটক করা হয়। এ সময় তারা তার দেহ তল্লাসী চালিয়ে ১৫০ পিস ইয়াবা পাওয়া যায়। খবর নিয়ে ডিবি পুলিশ জানতে পারে হুসাইন কবির মেহেরপুর জেলা কারাগারের বরখাস্তকৃত কারারক্ষী। এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে সদর থানায় একটি মাদক আইনে মামলা হয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুরের জেল সুপার কামরুল হুদা জানান, হুসাইন করিব এর আগে ঝিনাইদহ জেলা কারাগারের কারারক্ষী ছিলেন। সেখান থেকে সাময়িক বরখাস্তকৃত হয়ে মেহেরপুর জেলায় এসেছেন। মেহেরপুর থাকাকালে হুসাইন কবির বরখাস্ত হয়নি। ঝিনাইদহের জেলার নিজাম উদ্দীন জানান, স্ত্রীর দায়ের করা মামলায় হুসনাইন কবির ঝিনাইদহে কর্মরত থাকাবস্থায় সাময়িক ভাবে বরখাস্ত হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান।

উল্লেখ্য: চলতি বছরের গত ১৭ ফেব্রুয়ারী ফেন্সিডিল সহ আলভি আহম্মেদ নামে এক কারারক্ষীকে আটক করে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। রবিবার শেষ বিকালে মেহেরপুর শহরতলীর পন্ডেরঘাট এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। মেহেরপুর থানার এসআই মোমিন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল নিয়ে মেহেরপুর শহরতলীর পন্ডেরঘাট এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আলভি আহম্মেদ পালানোর চেষ্ঠা করে। এ সময় পুলিশ তাকে ২ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক করে। আটক আলভি আহম্মেদ সাতক্ষীরা জেলার ভালুকা গ্রামের আমিনুর রহমানের ছেলে। তিনি মেহেরপুর জেল কারাগারে

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]: